শিক্ষাক্রম ২০২২

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন নির্দেশিকা

বিষয়: ডিজিটাল প্রযুক্তি | ষষ্ঠ শ্রেণি

অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন

যোগ্যতাভিত্তিক

শিখনকালীন মূল্যায়ন

সহযোগিতামূলক

একীভূত

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

ষষ্ঠ শ্রেণির বাৎসরিক মূল্যায়ন বিষয়ে শিক্ষকদের জন্য নির্দেশনা

বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি

শিক্ষাবর্ষ : ২০২৩

বাৎসরিক মূল্যায়ন : ডিজিটাল প্রযুক্তি

ভূমিকা:

প্রিয় শিক্ষক, আপনি ইতোমধ্যেই জানেন, নতুন শিক্ষাক্রম অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের ক্ষেত্রে বছরে দুইটি সামষ্টিক মূল্যায়ন অনুষ্ঠিত রাখা হয়েছে, যার মধ্যে একটি ইতোমধ্যে বছরের শুরুর ছয় মাসের শিখন কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে পরিচালনা করা হয়েছে। এই নির্দেশিকায় ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালনা করবেন সে বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা দেয়া আছে।

শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের পারদর্শিতার উপর ভিত্তি করে আপনারা মূল্যায়ন করেছেন। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট একটি এসাইনমেন্ট বা কাজ শিক্ষার্থীদের সম্পন্ন করতে হয়েছে, বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অনুরূপ একটি নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শিক্ষার্থীরা সমাধা করবে। এই কাজ চলাকালে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ, কাজের প্রক্রিয়া, ফলাফল, ইত্যাদি সবকিছুই মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিবেচিত হবে। মূল্যায়নের নির্ধারিত কাজ/এসাইনমেন্ট শুরু করে এই কার্যক্রম চলাকালে বিভিন্নভাবে আপনি শিক্ষার্থীকে সহায়তা দেবেন, তবে কাজের প্রক্রিয়া কী হবে বা সমস্যা সমাধান কীভাবে করতে হবে তা শিক্ষার্থীরাই নির্ধারণ করবে। কাজের বিভিন্ন ধাপে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকে আপনি শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা কীভাবে নিরূপণ করবেন, তার বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তী অংশে দেয়া আছে।

শিক্ষাবর্ষের শুরু থেকেই ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের শিখনকালীন মূল্যায়ন চলমান আছে, যা শিখন অভিজ্ঞতাসমূহের বিভিন্ন ধাপে আপনারা পরিচালনা করছেন। এই মূল্যায়নের একটা বড় অংশ হলো শিক্ষার্থীদের নিয়মিত ফিডব্যাক প্রদান, যার মূল উদ্দেশ্য তাদের শিখনে সহায়তা দেয়া। এই চলমান মূল্যায়নের তথ্য শিক্ষার্থীর পাঠ্যবই, তাদের করা বিভিন্ন কাজের নমুনা যেমন: পোস্টার, মডেল, প্রশ্নপত্র, প্রতিবেদন ইত্যাদির মাধ্যমে সংরক্ষিত হয়েছে। এর বাইরেও বছর জুড়ে প্রতিটি শিখন অভিজ্ঞতা শেষে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক ব্যবহার করে আপনারা শিখনকালীন মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড রেখেছেন। এছাড়া ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় নির্ধারিত কাজের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের সাহায্যে আপনারা মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করেছেন। পরবর্তীতে শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থী একটি নির্দিষ্ট এসাইনমেন্ট সম্পন্ন করবে এবং তার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে তার মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। এই মূল্যায়নের তথ্যের সাথে ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট এবং বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয় করে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে।

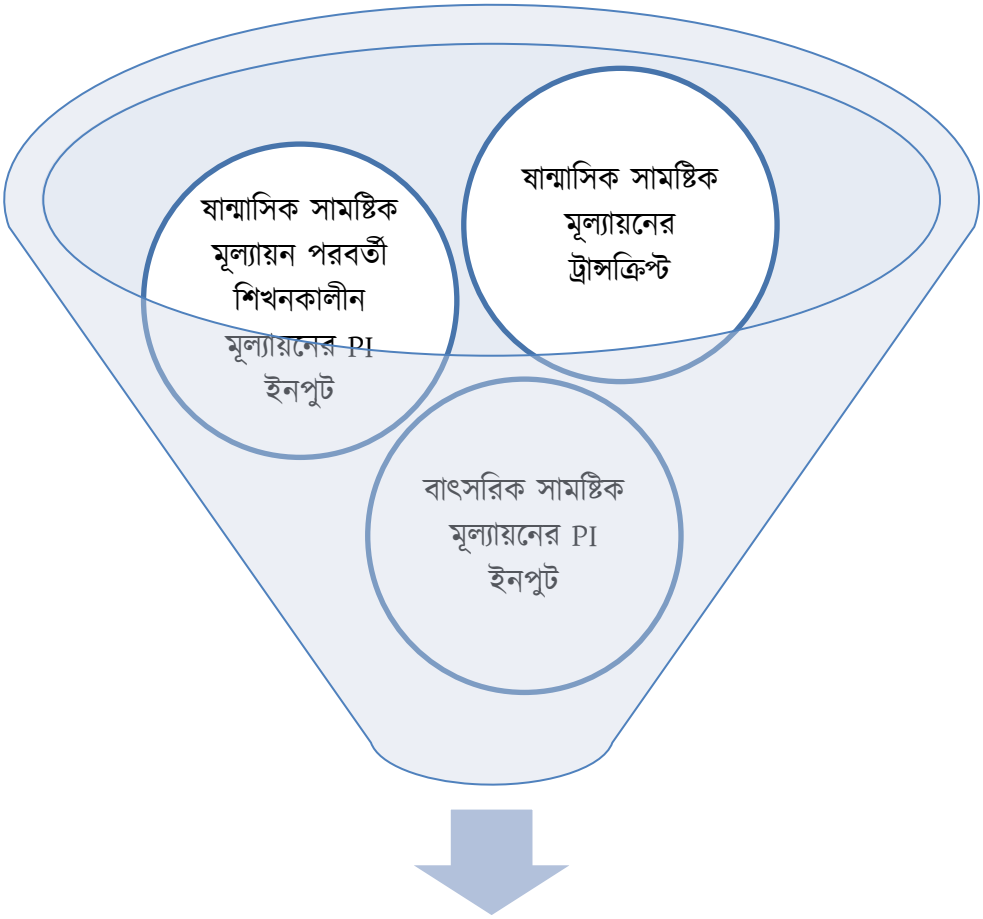

সাধারণ নির্দেশনা:

- শুরুতেই ষান্মাসিক মূল্যায়নের অভিজ্ঞতা মনে করিয়ে দিয়ে ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের বাৎসরিক মূল্যায়ন কীভাবে পরিচালিত হবে তার নিয়মাবলি শিক্ষার্থীদের জানাবেন। এই মূল্যায়ন চলাকালে শিক্ষার্থীদের কাছে প্রত্যাশা কী সেটা যেন তারা স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে। ষষ্ঠ শ্রেণির মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত কাজটি ভালোভাবে বুঝে নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিন যাতে সবাই ধাপগুলো ঠিকভাবে অনুসরণ করতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য প্রদত্ত কাজটি ধাপে ধাপে সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিনটি সেশন বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রথম দুইটি সেশনে ৯০ মিনিট করে, এবং শেষ সেশনে দুই ঘণ্টা (বা বিষয়ভিত্তিক নির্দেশনা অনুযায়ী) সময়ের মধ্যে নির্ধারিত কাজগুলো শেষ করবেন। তবে শিক্ষার্থী সংখ্যা অনেক বেশি হলে শিক্ষক শেষ সেশনে কিছুটা বেশি সময় ব্যবহার করতে পারেন।
- বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের প্রদত্ত রুটিন অনুযায়ী সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করবেন।
- শিক্ষার্থীরা বেশিরভাগ কাজ সেশন চলাকালেই করবে, বাড়িতে গিয়ে করার জন্য খুব বেশি কাজ না রাখা ভালো। মনে রাখতে হবে এই পুরো প্রক্রিয়া যাতে শিক্ষার্থীদের জন্য মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে এবং পুরো অভিজ্ঞতাটি যেন তাদের জন্য আনন্দময় হয়।

- উপস্থাপনে যথাসম্ভব বিনামূল্যের উপকরণ ব্যবহার করতে নির্দেশনা দেবেন, উপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে অভিভাবকদের যাতে কোনো আর্থিক চাপের সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকে নজর রাখবেন। শিক্ষার্থীদের মনে করিয়ে দিন, মডেল/পোস্টার/ছবি ইত্যাদির চাকচিক্যে মূল্যায়নে হেরফের হবে না। বরং বিনামূল্যের বা স্বল্পমূল্যের উপকরণ, সম্ভব হলে ফেলনা জিনিস ব্যবহারে উৎসাহ দিন।
- বিষয়ভিত্তিক তথ্যের প্রয়োজনে পাঠ্যবই বা যেকোনো উৎস শিক্ষার্থী ব্যবহার করতে পারবে। তবে কোনো উৎস থেকেই হুবহু তথ্য তুলে দেয়ায় উৎসাহ দেবেন না, বরং তথ্য ব্যবহার করে সে নির্ধারিত সমস্যার সমাধান করতে পারছে কি না, এবং সিদ্ধান্ত নিতে পারছে কি না তার উপর ভিত্তি করে মূল্যায়ন করবেন।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত শিখন যোগ্যতাসমূহ:

ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শিখন অভিজ্ঞতা চলাকালে ইতোমধ্যে এই শ্রেণির জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা চর্চা করার সুযোগ পেয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে বাৎসরিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত যোগ্যতাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে এবং সে অনুযায়ী অর্পিত কাজটি সাজানো হয়েছে।

- প্রাসঙ্গিক শিখন যোগ্যতাসমূহ:

  যোগ্যতা ৬.১: কোন ধরনের তথ্য কেন প্রয়োজন তা বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা ও তথ্যের ব্যবহারে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা।
  যোগ্যতা ৬.২: সরল অ্যালগোরিদমের ধারাবাহিক ধাপসমূহ নির্ধারণ, শাখাবিন্যাস এবং পুনরাবৃত্তি ডিজাইন ও পরিমার্জন করতে পারা এবং তা অনুসরণ করে প্রোগ্রাম প্রস্তুত করতে পারা।
  যোগ্যতা ৬.৩: ডিজিটাল সিস্টেমের উপাদানসমূহ পর্যবেক্ষণ করে কীভাবে নেটওয়ার্ক গড়ে উঠে এবং তথ্য আদানপ্রদান করা হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা।
  যোগ্যতা ৬.৪: নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে টার্গেট গ্রুপ বিবেচনায় নিয়ে কনটেন্ট তুলে ধরতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সৃজনশীল ব্যবহার করতে পারা
  যোগ্যতা ৬.৫: ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহনের জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পারা ।
  যোগ্যতা ৬.৭: ডিজিটাল প্লাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণ ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও ঝুঁকি মোকাবেলার দক্ষতা অর্জন করতে পারা
  যোগ্যাতা ৬.৮: তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সামাজিক ও আইনগত দিক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত অবস্থান ও করণীয় নির্ধারণ করতে পারা
  যোগ্যতা ৬.৯: ব্যক্তিগত যোগাযোগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উপযুক্ত সামাজিক রীতি-নীতি ও আচরণ করতে পারা।

- কাজের সারসংক্ষেপ

  বার্ষিক মূল্যায়ন প্রকল্পঃ ‘ সেমিনার – জরুরি পরিস্থিতিতে সংযুক্ত থাকি’

  পূর্বের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে নিজের এলাকার কি কি জরুরি অবস্থার তৈরি হতে পারে তা চিহ্নিত করবে। ঐ জরুরী পরিস্থিতি অনুযায়ী জীবনযাত্রায় কি সংকট তৈরি হতে পারে তারও একটি তালিকা তৈরি করবে। এই তথ্যগুলো সংগ্রহের জন্য শিক্ষার্থী অভিভাবক, এলাকার অভিজ্ঞ ব্যক্তি, জরুরি পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা আছে এমন ব্যক্তি বা গণমাধ্যম থেকে তথ্য নিতে পারে।

১। থিম ১ - প্রাকৃতিক কারনে সৃষ্ট দূর্যোগঃ দল – ১,৩,৫
২। থিম ২ - মানব সৃষ্ট কারনে দূর্যোগঃ দল – ২, ৪, ৬

জরুরি অবস্থার ভিন্নতার উপর নির্ভর করে কি ধরনের পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে তার উপর ভিত্তি করে করণীয় ঠিক করবে। যেমনঃ বিদ্যালয়ের সাথে কীভাবে সংযুক্ত বা কানেক্টেড থাকতে হবে, কমিউনিটির সাথে কীভাবে কানেক্টেড থাকতে হবে, কোন জরুরী তথ্য কীভাবে সবার কাছে পৌছানো নিশ্চিত করতে হবে, ওই পরিস্থিতিতে ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে সর্বোচ্চ সুবিধা পাওয়া যেতে পারে, মৌলিক প্রয়োজনগুলো কীভাবে নিশ্চিত করা যেতে পারে ইত্যাদি।

শিক্ষার্থী তার পরিকল্পনা কাজে রুপান্তর করবে। যেমন কানেক্টেড থাকার জন্য ফোকাল পয়েন্ট কে হবে তা ধরে ফ্লোচার্ট বানানো, কোন জরুরী মেসেজ দেওয়ার জন্য কনটেন্ট বানানো, নেটওয়ার্ক কীভাবে কাজ করবে তা বিশ্লেষণ করে উপাদান চিহ্নিত করা, জরুরী অবস্থাকে কাজে লাগিয়ে কি সাইবার অপরাধ হতে পারে তা চিহ্নিত করে করনীয় তালিকা তৈরি করা ইত্যাদি। সর্বশেষ মূল্যায়ন উৎসবের দিন শিক্ষার্থী একটি সেমিনার আয়োজন করে দলের কাজগুলো উপস্থাপন করবে এবং প্রতিবেদন লিখবে।

- ধাপসমূহ:
    - **ধাপ ১ (প্রথম কর্মদিবস : ৯০ মিনিট)**

      কাজ ১ (শ্রেনিকক্ষের সকল শিক্ষার্থী): শিক্ষক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীর সংখ্যার উপর ভিত্তি করে ৪ বা ৬ টি দল ভাগ করে দিবেন।
      কাজ ২ (শ্রেনিকক্ষের সকল শিক্ষার্থী): : শিক্ষার্থীদের সাথে আলোচনা করে সবাই মিলে চিহ্নিত করবেন আমাদের এলাকায় কি কি ধরনের জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হয়। এখানে শিক্ষার্থীদের মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে। শিক্ষার্থীরা নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে পরিস্থিতির কথা বলবে। চিহ্নিত করা হলে শিক্ষক এই পরিস্থিতিগুলোকে দুইটি ভাগে ভাগ করতে বলবেন।

      ১। প্রাকৃতিক কারনে সৃষ্ট দূর্যোগঃ যেমন বন্যা, ভূমিকম্প, পাহাড় ধ্বস, জলোচ্ছ্বাস, ঘুর্ণিঝড়, অনাবৃষ্টি ইত্যাদি
      ২। মানব সৃষ্ট কারনে দূর্যোগঃ জলাবদ্ধতা, অগ্নিকান্ড, সড়ক দূর্ঘটনা, রাসায়নিক বিষ্ফোরন ইত্যাদি

      উপরের জরুরি পরিস্থিতি গুলো উদাহরণ হিসেবে দেওয়া হল, বিভিন্ন এলাকার ভৌগলিক অবস্থান বা জীবনাচরন অনুযায়ী এই পরিস্থিতি অবশ্যই ভিন্ন হবে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মতামত নিয়ে এই পরিস্থিতিগুল চিহ্নিত করে শ্রেণীকরণ করবনে। শিক্ষার্থীর ভুল হলে শুধুমাত্র তখন সঠিক তথ্য দেওয়ার মাধ্যমে শিক্ষক সহায়তা করবেন।

কাজ ৩ (শ্রেনিকক্ষের সকল শিক্ষার্থী): : শ্রেণীকরণ করা সম্পন্ন হলে শিক্ষক প্রতিটি দলকে একটি করে জরুরি পরিস্থিতি এসাইন করে দলে কাজ করতে নির্দেশনা দিবেন।

কাজ ৪ (দলীয় কাজ) : শিক্ষার্থী তার প্রাপ্ত জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হলে জীবনযাত্রায় কি কি ধরণের সংকট তৈরি হয় বা কি কি ধরণের পরিবর্তন হয় তা দলে বসে চিহ্নিত করবে।

কাজ ৫ (দলগত সিদ্ধান্ত একক কাজ): শিক্ষার্থী জরুরি পরিস্থিতিতে পরিবর্তিত অবস্থায় স্বাভাবিক কাজ চালিয়ে নিতে কি কি করনীয় হতে পারে তা পরিকল্পনা করবে।

এখানে থাকতে পারেঃ

- বিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখতে কি করতে হবে
- পরিবারের সাথে যোগাযোগ বজায় রাখতে কি করতে হবে
- কমিউনিটির (প্রতিবেশি, সমাজ) সাথে যোগাযোগ বজায় রাখতে কি করতে হবে।
- খাদ্য, পানীয়, বাসস্থান, জরুরী ঔষধ ইত্যাদির সরবারাহ ঠিক রাখতে কি করতে হবে।
- সরকার বা অন্যন্য কতৃপক্ষ থেকে কোন তথ্য থাকলে সে তথ্য সকলের কাছে সরবরাহ করতে কি করতে হবে।
- ঐ পরিস্থিতিতে মানুষের মধ্যে কি ধরনের সচেতনতা তৈরি করতে হবে

শিক্ষার্থী তার প্রাপ্ত জরুরি অবস্থার উপর ভিত্তি করে আরও কিছু সংকট এবং সে অনুযায়ী করনীয় নির্ধারন করবে। উপরের করনীয় গুলো সাধারণভাবে উদাহরণ হিসেবে দেওয়া আছে। নিজের এলাকায় ঘটেছে বা ঘটার সম্ভাবনা আছে এরকম জরুরি পরিস্থিতি বিবেচনা করেই করনীয় নির্ধারন করতে হবে।

৩ নং এবং ৪ নং কাজ এর তথ্য সংগ্রহের জন্য শিক্ষার্থী বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্য, অভিজ্ঞ ব্যক্তি, ইন্টারনেট, বই, খবরের কাগজ ইত্যাদি থেকে তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে।

দলের প্রতিটি সদস্য কে কোন অংশের কাজ করবে তা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিবে। শিক্ষক নিশ্চিত করবেন দলের সকল সদস্য কাজে যুক্ত আছে।

(বিশেষ দ্রষ্টব্য: প্রথম সেশনে কোনো PI এর ইনপুট দিতে হবে না।)

- **ধাপ ২ (দ্বিতীয় কর্মদিবস : ৯০ মিনিট)**

কাজ ১ (দলগত কাজ): শিক্ষার্থী কর্মদিবস- ১ এর ৩ নং এবং ৪ নং কাজ দলের সবাই মিলে তালিকা তৈরি করবে। অর্থাৎ তালিকা হবে,

১। কি কি সংকট তৈরি হতে পারে

২। ঐ সংকট মোকাবেলায় করণীয়

শিক্ষার্থীর এই কাজ দেখে যোগ্যতা ৬.১ এর পারদর্শিতার নির্দেশক ৬.১.১ মূল্যায়ন করতে হবে।

- কাজ ২ (দলগত কাজ): শিক্ষার্থী তাদের নির্ধারিত করনীয়গুলোকে ধাপ অনুযায়ী ফ্লোচার্ট আকারে তৈরি করবে। ফ্লোচার্টে পুনরাবৃত্তি এবং পরিমার্জন যুক্ত করবে।

শিক্ষার্থীর এই কাজ দেখে যোগ্যতা ৬.২ এর পারদর্শিতার নির্দেশক ৬.২.১ মূল্যায়ন করতে হবে।

- কাজ ৩ (দলগত কাজ): ঐ জরুরি পরিস্থিতিতে কিভাবে সবাই সবার সাথে সংযুক্ত থাকবে তার উপায় নির্ধারন করবে। বিদ্যুৎ না থাকলে বা ইন্টারনেট সংযোগ না থাকলে কিভাবে সংযুক্ত থাকা যায় সে পরিকল্পনাও থাকবে। ঐ নেটওয়ার্কে নেটওয়ার্কের বিভিন্ন উপাদান (সেন্ডার, রিসিভার, রাউটার, হাব ইত্যাদি) কীভাবে কাজ করে তা চিহ্নিত করবে (পাঠ্যবই এ পোস্ট অফিসের উদাহরণের মত)
  শিক্ষার্থীর এই কাজ দেখে যোগ্যতা ৬.৩ এর পারদর্শিতার নির্দেশক ৬.৩.১ মূল্যায়ন করতে হবে।

- কাজ ৪ (দলগত কাজ): শিক্ষার্থী যে জরুরি অবস্থা নিয়ে কাজ করছে ওই জরুরি পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে কি কি ধরণের সাইবার অপরাধ এবং তথ্যঝুকি হতে পারে তা চিহ্নিত করবে এবং করণীয় কি তা বর্ণনা করে লিখে রাখবে।
  শিক্ষার্থীর এই কাজ দেখে যোগ্যতা ৬.৭ ,৬.৮ এর পারদর্শিতার নির্দেশক ৬.৭.১ এবং ৬.৮.১ মূল্যায়ন করা হবে।

- কাজ ৫ (দলগত কাজ): নির্ধারিত জরুরি অবস্থায় কোন কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন কোন নম্বারে যোগাযোগ করে কী সাহায্য চাওয়া হবে তার পরিকল্পনা করবে।
  শিক্ষার্থীর এই কাজ দেখে যোগ্যতা ৫ এর পারদর্শিতার নির্দেশক ৬.৫.১ মূল্যায়ন করা হবে।

- কাজ ৬ (দলগত সিদ্ধান্ত, একক কাজ): ঐ জরুরি পরিস্থিতিতে সরকার, সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষ থেকে আসা কোন প্রয়োজনীয় তথ্য কীভাবে সবার কাছে পৌছাতে হবে, কি মাধ্যম, কি মেসেজ কীভাবে ব্যবহার করবে তার পরিকল্পনা করবে। এখানে শিক্ষার্থী লক্ষ্যদল ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় কনটেন্ট তৈরির পরিকল্পনা করবে। কনটেন্ট হতে পারে একটি মেসেজ বা ছবি, ভিডিও, কমিকস ইত্যাদি। জরুরি অবস্থা (প্রেক্ষাপট) এবং যাদেরকে তথ্য দিতে বা সচেতন করতে কনটেন্ট ব্যবহার করবে তাদের ভিন্নতার উপর এটি নির্ভর করবে।

  শিক্ষার্থী প্রয়োজনে বাড়িতে কনটেন্ট তৈরির কাজ কিছুটা এগিয়ে রাখতে পারবে।

- **ধাপ ৩ (তৃতীয় কর্মদিবস : ১২০ মিনিট বা প্রয়োজনে কিছুটা বেশি সময়)**

- কাজ ১ (দলগত কাজ, কনটেন্ট তৈরি): শিক্ষার্থী কোন কনটেন্ট তৈরি করার জন্য কিছু সময় প্রয়োজন হলে ১ ঘণ্টা সময় কনটেন্ট তৈরির জন্য কাজে লাগাতে পারবে।
  শিক্ষার্থীর এই কাজ দেখে যোগ্যতা ৬.৪ এর পারদর্শিতার নির্দেশক ৬.৪.১ মূল্যায়ন করা হবে।
- কাজ ২(দলগত উপস্থাপনা): শিক্ষার্থী দলগত ভাবে তাদের কাজ করা জরুরি পরিস্থিতি মোকাবেলায় কি সংকট হতে পারে এবং সংকট মোকাবেলায় করনীয় এবং সংযুক্ত থাকার পরিকল্পনা (কর্মদিবস ২ এ করা সকল কাজ) উপস্থাপন করবে। (প্রতিদল সর্বোচ্চ ২০ মিনিট সময় পাবে)

শিক্ষার্থীর এই কাজ দেখে যোগ্যতা ৬.৯ এর পারদর্শিতার নির্দেশক ৬.৯.১ মূল্যায়ন করা হবে। এখানে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিজের দলের এবং অন্যদলের সদস্যদের সাথে আচরন, শিক্ষকের সাথে আচরন, বিদ্যালয়ের বাইরের কোন ব্যক্তি সেমিনার দেখতে আসলে তার সাথে আচরন কেমন করছে তা পর্যবেক্ষন করবেন।

- কাজ ৩ রিফ্লেকশান পেপার বা প্রতিফলনমূলক প্রতিবেদন লিখাঃ
  সকল শিক্ষার্থীর উপস্থাপন শেষ হলে শিক্ষার্থী এককভাবে একটি প্রতিবেদন লিখবে, এখানে সম্পূর্ণ কাজ করতে তার কেমন লেগেছে, দলের কাজে তার ভুমিকা কি ছিল এবং কি কি নতুন জানার সুযোগ হয়েছে তা সর্বোচ্চ দুই পৃষ্ঠায় লিখবে।
  এটি মূল্যায়ন রেকর্ড হিসেবে শিক্ষকের কাছে সংগৃহীত থাকবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ:

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত সকল যোগ্যতা ও সংশ্লিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ বা PI পরিশিষ্ট ১ এ দেয়া আছে। শিক্ষার্থীর কোন পারদর্শিতা দেখে তার অর্জনের মাত্রা নিরূপণ করতে হবে তাও ছকে উল্লেখ করা আছে। নির্ধারিত কাজ যেই দিন সম্পন্ন হবে সেদিনই সংশ্লিষ্ট PI এর ইনপুট দেবেন ও রেকর্ড সংরক্ষণ করবেন।
পরিশিষ্ট ২ এ সকল শিক্ষার্থীর বাৎসরিক মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহের জন্য ছক সংযুক্ত করা আছে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই এই ছকের প্রয়োজনীয় সংখ্যক ফটোকপি ব্যবহার করে নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা রেকর্ড করতে হবে।

শিখনকালীন, ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন সমন্বয়:

ইতোমধ্যে ষান্মাসিক মূল্যায়নের সময় প্রথম কয়েকটি শিখন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শিখনকালীন মূল্যায়ন এবং ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের PI ইনপুট এর সমন্বয়ে আপনারা ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করেছেন। একইভাবে বাৎসরিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করতে হবে।

ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন:

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কীভাবে শিখনকালীন ও ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের তথ্যের সমন্বয় করে ষান্মাসিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করা হয়েছিল। একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট পাওয়া গেছে সেটিই উল্লেখ করা হয়েছিল।

ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের মতোই বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নির্বাচিত পারদর্শিতার নির্দেশকসমূহ ব্যবহার করে মূল্যায়নের তথ্য রেকর্ড করতে হবে। ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নের ট্রান্সক্রিপ্ট, বাকি শিখন অভিজ্ঞতাগুলোর শিখনকালীন মূল্যায়নের PI ইনপুট এবং বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নের সমন্বয়ে শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট ও রেকর্ড প্রস্তুত করতে হবে। এক্ষেত্রেও পূর্বের ন্যায় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে করা মূল্যায়নের তথ্যে একই পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা বা পর্যায় ভিন্ন ভিন্ন হলেও ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়নের ক্ষেত্রে PI এর সর্বোচ্চ যেই পর্যায়ের ইনপুট

পাওয়া যাবে সেটিই ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখ করতে হবে।

কোনো শিক্ষার্থীর অনুপস্থিতিজনিত কারণে কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি শিখনকালীন, ষান্মাসিক বা বাৎসরিক সামষ্টিক মুল্যায়ন কোনো ক্ষেত্রেই PI এর ইনপুট না পাওয়া যায়, তাহলে চূড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্টে সেই PI এর ইনপুটের জায়গা ফাঁকা থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩ এ বাৎসরিক মূল্যায়ন ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট দেয়া আছে। এই ফরম্যাট ব্যবহার করে প্রত্যেক পারদর্শিতার নির্দেশকের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্জনের সর্বোচ্চ মাত্রা উল্লেখপূর্বক শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করবেন।
এখানে উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর মূল্যায়নের রেকর্ড সংগ্রহের জন্য □, ○, △ এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হলেও ট্রান্সক্রিপ্টে এই চিহ্নগুলোর কোনো উল্লেখ থাকবে না। তবে ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাটে উল্লেখিত চিহ্নগুলোর পরিবর্তে শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পারদর্শিতার মাত্রা টিক চিহ্ন দিয়ে চিহ্নিত করা হবে।

আচরণিক নির্দেশক

পরিশিষ্ট ৪ এ আচরণিক নির্দেশকের একটা তালিকা দেয়া আছে। ষান্মাসিক মূল্যায়নের মতোই বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে এই নির্দেশকসমূহে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। পারদর্শিতার নির্দেশকের পাশাপাশি এই আচরণিক নির্দেশকে অর্জনের মাত্রাও প্রত্যেক শিক্ষার্থীর বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টের অংশ হিসেবে যুক্ত থাকবে, পরিশিষ্ট ৫ এর ছক ব্যবহার করে আচরণিক নির্দেশকে মূল্যায়নের তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

প্রত্যেক শিক্ষার্থীর ১০ টি বিষয়ের আচরণিক নির্দেশকের অর্জিত মাত্রা বা পর্যায়ের সমন্বয় করে চুড়ান্ত ট্রান্সক্রিপ্ট প্রণয়ন করতে হবে। প্রধান শিক্ষক/শ্রেণি শিক্ষক/প্রধান শিক্ষক কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ১০ জন বিষয় শিক্ষকের কাছ থেকে প্রাপ্ত BI এর ইনপুট সমন্বয় করে আচরণিক নির্দেশকের ট্রান্সক্রিপ্ট তৈরি করবেন।

আচরণিক নির্দেশকে ১০টি বিষয়ের সমন্বয়ের শর্তগুলো হলো:

- একটি আচরণিক নির্দেশকের জন্য ১০টি বিষয়ে একজন শিক্ষার্থী যেই পর্যায়টি সবচেয়ে বেশি বার পাবে সেইটিই হবে ঐ আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায়। উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৩টি বিষয়ে △ এবং ৩টি বিষয়ে □ পায়, তবে ১ম আচরণিক নির্দেশকে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হলো ○।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট কোনো আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো একটি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সংখ্যক বার ইনপুট না পায়, অর্থাৎ একাধিক পর্যায়ে সমান সংখ্যক ইনপুট পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে তারমধ্যে অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায় বিবেচনা করতে হবে।

- উদাহরণস্বরূপ, যদি একজন শিক্ষার্থী ১ম আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয়ে ○, ৪টি বিষয়ে △ এবং ২টি বিষয়ে □ পায়, তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে △।
- আবার কোনো শিক্ষার্থী একই নির্দেশকের ক্ষেত্রে যদি ৪টি বিষয়ে ○, ২টি বিষয়ে △ এবং ৪টি বিষয়ে □ পায়, তবে তাহলে এই নির্দেশকের ক্ষেত্রে তার অর্জিত চূড়ান্ত পর্যায় হবে ○।

শ্রেণি উত্তরণ নীতিমালা

শ্রেণি উত্তরণের বিষয়ে দুইটি দিক বিবেচনা করা হবে;

১। শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার,

২। বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতা।

১। শিক্ষার্থী কোনো বিষয়ের জন্য নির্ধারিত শিখন অভিজ্ঞতাসমূহে নিয়মিত অংশগ্রহণ করছে কিনা সেটা প্রাথমিক বিবেচ্য; তার বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হারের উপর ভিত্তি করে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। **বিদ্যালয়ে মোট কর্মদিবসের অন্তত ৭০% উপস্থিতি নিশ্চিত হলে তাকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করা হবে এবং বছর শেষে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার বিবেচনায় সে পরবর্তী শ্রেণিতে উন্নীত হবে। যেহেতু নতুন শিক্ষাক্রম চলমান শিক্ষাবর্ষে (২০২৩) বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে, কাজেই এই বছরের জন্য মোট কর্মদিবসের কমপক্ষে ৫০% উপস্থিতি থাকলেও কোনো শিক্ষার্থীকে নিয়মিত শিক্ষার্থী হিসেবে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে।** এছাড়াও এখানে উল্লেখ্য, জরুরি বা বিশেষ পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে উপস্থিতির হার ৫০% এর কম হলেও শিক্ষক কোনো শিক্ষার্থীকে শ্রেণি উত্তরণের জন্য যোগ্য বিবেচনা করতে পারেন; তবে তার জন্য যথেষ্ট যৌক্তিক কারণ ও তার সপক্ষে যথাযথ প্রমাণ থাকতে হবে।

২। দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয় হলো পারদর্শিতার নির্দেশকের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা। সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ের ট্রান্সক্রিপ্টে সবগুলো পারদর্শিতার নির্দেশকে কোনো শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা যদি □ স্তরে থাকে, তবে তাকে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচনা করা যাবে না।

বিশেষভাবে বিবেচ্য বিষয়সমূহ:

- পারদর্শিতার বিবেচনায় কোনো শিক্ষার্থী যদি পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হয়, তবে শুধুমাত্র উপস্থিতির হারের ভিত্তিতে তাকে উত্তীর্ণ করানো যাবে না।
- পারদর্শিতার বিবেচনায় যদি শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য বিবেচিত হয়, কিন্তু উপস্থিতির হার নির্ধারিত হারের চেয়ে কম থাকে, সেক্ষেত্রে বিষয় শিক্ষকগণের সমন্বিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে বিদ্যালয় ওই শিক্ষার্থীর পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তরণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী শ্রেণি উত্তরণের জন্য ন্যূনতম উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে, কিন্তু কোনো যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করতে না পারে, সেক্ষেত্রে

পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ডের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন। উল্লেখ্য, শিক্ষার্থীর পূর্বতন পারদর্শিতার রেকর্ড বলতে ষান্মাসিক ট্রান্সক্রিপ্ট এবং শিখনকালীন মূল্যায়নের রেকর্ড বোঝাবে। এক্ষেত্রে বাৎসরিক ট্রান্সক্রিপ্টও এই পূর্বতন রেকর্ডের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হবে।

- একইভাবে যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অনুপস্থিত থাকে, কিন্তু বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে অংশগ্রহণ করে, সেক্ষেত্রেও উপরোক্ত শর্তাবলী প্রযোজ্য হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী উপস্থিতির শর্ত পূরণ করে যৌক্তিক কারণে (যেমন: অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ইত্যাদি) ষান্মাসিক ও বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন দুই ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত থাকে, সেক্ষেত্রে শিখনকালীন মূল্যায়নের পারদর্শিতার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের দেয়া মতামত বিবেচনায় নিয়ে প্রতিষ্ঠান প্রধান তার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।
- উত্তরণের জন্য বিবেচিত না হলেও সকল শিক্ষার্থী বছর শেষে তার পারদর্শিতার ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট পাবে।
- কোনো শিক্ষার্থীকে যদি পরবর্তী বছরে একই শ্রেণিতে পুনরাবৃত্তি করতে হয় তবে তার শিখন এগিয়ে নেবার জন্য একটি আত্মউন্নয়ন পরিকল্পনা (self development plan) করতে হবে, সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষক এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা দেবেন। এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।
- যদি কোনো শিক্ষার্থী এক বা একাধিক বিষয়ে শিখন ঘাটতি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হয়, তাহলে ওই শিক্ষার্থীর জন্য পরবর্তী শিক্ষাবর্ষের প্রথম ছয় মাসের একটি শিখন উন্নয়ন পরিকল্পনা (learning enhancement strategy) করতে হবে যাতে সে তার শিখন ঘাটতি পুষিয়ে নিতে পারে। শিক্ষক কীভাবে এই প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করবেন এই বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশনা পরবর্তীতে জানিয়ে দেয়া হবে।

রিপোর্ট কার্ড বা পারদর্শিতার সনদ: নৈপুণ্য

ইতোমধ্যেই আপনারা ষান্মাসিক মূল্যায়নের ভিত্তিতে ট্রান্সক্রিপ্ট প্রস্তুত করেছেন, যেখানে সকল পারদর্শিতার নির্দেশক বা PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়ের বিবরণ থাকে। এই ট্রান্সক্রিপ্টে নির্দিষ্ট বিষয়ের জন্য শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। বছর শেষে এক নজরে সকল বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান তুলে ধরতে একটি রিপোর্ট কার্ড প্রণয়ন করা হবে যেখানে প্রতিটি বিষয়ে তার সার্বিক পারদর্শিতার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেয়া থাকবে, যা থেকে শিক্ষার্থী নিজে এবং অভিভাবকরা সহজেই শিক্ষার্থীর অবস্থান বুঝতে পারেন। পরিশিষ্ট ৬ এ রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট সংযুক্ত করা আছে। মুলত মূল্যায়ন অ্যাপের মাধ্যমেই ট্রান্সক্রিপ্ট এবং রিপোর্ট কার্ড স্বয়ংক্রিয়ভাবে তৈরি হবে। কিন্তু বিভিন্ন কারণে অ্যাপ থেকে সম্ভব না হলে শিক্ষকগণ এই ফরম্যাট ফটোকপি করে ম্যানুয়ালি রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করতে পারেন।

রিপোর্ট কার্ডে কোনো বিষয়েরই PI সমূহ উল্লেখ করা থাকবে না। বরং প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান কয়েকটি নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্রের** মাধ্যমে প্রকাশ করা হবে। আপনারা জানেন, কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে শিক্ষার্থীর পারদর্শিতা যাচাই করতে প্রতিটি একক যোগ্যতার জন্য এক বা একাধিক PI নির্ধারণ করা আছে। তেমনি কোন শ্রেণীর কোন নির্দিষ্ট একটি বিষয়ে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একক যোগ্যতাসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জন সমন্বিতভাবে প্রকাশ করার জন্য নির্দিষ্ট **পারদর্শিতার ক্ষেত্র**

চিহ্নিত করা হয়েছে। (পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখায় প্রদত্ত বিষয়ের ধারণায়নে বর্ণিত ডাইমেনশন থেকে নেয়া হয়েছে। কারণ বিষয়ভিত্তিক একক যোগ্যতাসমূহ মুলত এই ডাইমেনশন গুলোকে কেন্দ্র করেই করা হয়েছে।)
বিষয়টি দেখা যায় এভাবে:

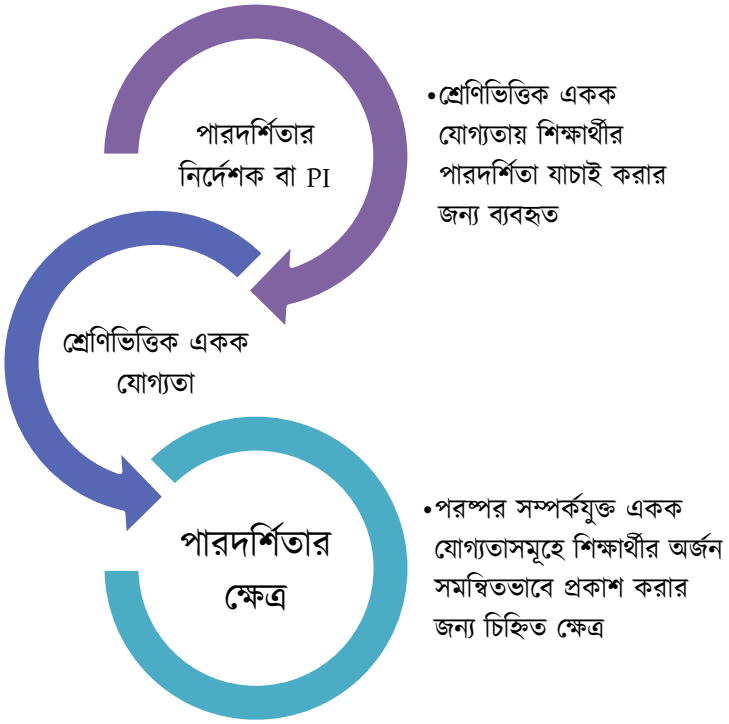

ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের ক্ষেত্রে নির্ধারিত পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ নিম্নরূপ:

১। ডিজিটাল সাক্ষরতা

২। আইসিটি সক্ষমতা

৩। ডিজিটাল সলিউশান উদ্ভাবন

৪। আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়ীত্বশীল ব্যবহার

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, 'আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়ীত্বশীল ব্যবহার' ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একক যোগ্যতা এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট PI সমূহ নিম্নরূপ:

ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
	৬.৬ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ধারনা অনুধাবন করে তার উপর স্বত্বাধিকারীর অধিকার বিষয়ে সচেতন হওয়া	৬.৬.১ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সনাক্ত করে এর দায়িত্বশীল ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করবে

ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
৪। আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়ীত্বশীল ব্যবহার	৬.৭ ডিজিটাল প্লাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণ ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও ঝুঁকি মোকাবেলার দক্ষতা অর্জন করতে পারা	৬.৭.১ ডিজিটাল প্লাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানে সাধারণ ঝুঁকি মোকাবেলা করতে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে
	৬.৮ তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সামাজিক ও আইনগত দিক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত অবস্থান ও করণীয় নির্ধারণ করতে পারা	৬.৮.১ তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সামাজিক ও আইনগত দিক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত সীদ্ধান্ত নিতে পারবে
	৬.৯ ব্যক্তিগত যোগাযোগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উপযুক্ত সামাজিক রীতি-নীতি ও আচরণ করতে পারা।	৬.৯.১ ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে সামাজিক রীতিনীতি মেনে উপযুক্ত আচরণ করতে পারবে
	৬.১০ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুসন্ধান করতে পারা	৬.১০.১ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনুসন্ধানের মাধ্যমে ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিন্নতা অনুযায়ী সমাজ ও সংস্কৃতির বৈচিত্র নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোন থেকে মূল্যায়ন করতে পারবে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা

রিপোর্ট কার্ড বা সনদে প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা থাকবে। এখানে উল্লেখ্য, পারদর্শিতার ক্ষেত্রের শিরোনাম দিয়ে শিক্ষার্থী আদৌ কী করতে পারে তা স্পষ্ট হয় না, তাই প্রতি শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের একটি বর্ণনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার বর্ণনা নিম্নরূপ:

পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির জন্য পারদর্শিতার ক্ষেত্রের বর্ণনা
১। ডিজিটাল সাক্ষরতা	প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের দায়িত্বশীল ব্যাবহার করতে পেরেছে
২। আইসিটি সক্ষমতা	ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ করছে
৩। ডিজিটাল সলিউশান উদ্ভাবন	অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্য আদানপ্রদানের কৌশল ব্যাখ্যা করছে
৪। আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়ীত্বশীল ব্যবহার	সামাজিক রীতি-নীতি, ঝুঁকি ও নৈতিক দিক বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করছে

পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান কীভাবে নিরূপিত হবে?

প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য আলাদা আলাদাভাবে শিক্ষার্থীর অবস্থান নির্ধারণ করা হবে। যেহেতু প্রতিটি বিষয়ে পারদর্শিতার নির্দেশকের সংখ্যা অনেকগুলো এবং এদের পর্যায় মাত্র ৩টি, এর সাহায্যে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থান বোঝা সম্ভব

হয় না। সেজন্য প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহের সমন্বয় করে ওই ক্ষেত্রে তার অবস্থান বোঝানো হবে। শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক সকলেই যাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান স্পষ্টভাবে বুঝতে পারে এজন্য এই অবস্থানকে একটি ৭-স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেল দিয়ে প্রকাশ করা হবে।

পারদর্শিতার এই স্তরগুলো নিম্নরূপ:

1. অনন্য (Upgrading)
2. অর্জনমুখী (Achieving)
3. অগ্রগামী (Advancing)
4. সক্রিয় (Activating)
5. অনুসন্ধানী (Exploring)
6. বিকাশমান (Developing)
7. প্রারম্ভিক (Elementary)

পারদর্শিতার সনদে ৭ স্তর বিশিষ্ট মূল্যায়ন স্কেলে শিক্ষার্থীর অর্জন প্রকাশ করা হবে এভাবে:

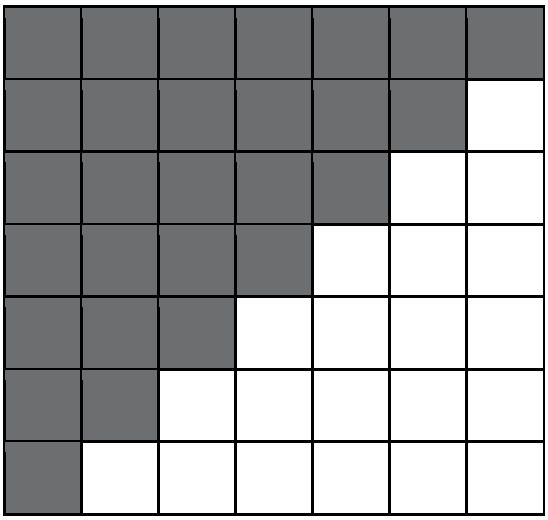

পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের উপায়

আগেই বলা হয়েছে, প্রতিটি পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য সংশ্লিষ্ট PI সমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায়সমূহ সমন্বয় করে ঐ ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে। কোনো নির্দিষ্ট পারদর্শিতার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান মূলত নির্ভর করবে PI সমূহে তার অর্জিত সর্বোচ্চ (△ চিহ্নিত পর্যায়) ও সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার পার্থক্যের উপর।

এই কাজটি করতে নিচের সূত্র ব্যবহার করতে হবে:

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{\text{অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা} - \text{অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা}}{\text{মোট PI এর সংখ্যা}} * ১০০\%$$

উদাহরণস্বরূপ, 'আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার' শিরোনামের পারদর্শিতার ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট PI ৫টি (৬.৬.১, ৬.৭.১, ৬.৮.১, ৬.৯.১, ৬.১০.১)। কোনো শিক্ষার্থী এই ৫ টি PI এর মধ্যে ৩ টিতে সর্বোচ্চ পর্যায় (△ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে। বাকি ২টির একটিতে সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) এবং আরেকটিতে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়েছে।

এখানে,

মোট PI এর সংখ্যা	:	৫ টি
অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	৩ টি
অর্জিত সর্বনিম্ন পর্যায়ের PI এর সংখ্যা	:	১টি

তাহলে তার পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান হবে,

$$\text{পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান} = \frac{৩ - ১}{৫} * ১০০\% = ৪০\%$$

এই মানের উপর ভিত্তি করে নির্ধারণ করা হবে শিক্ষার্থীর অবস্থান পারদর্শিতার কোন স্তরে।

পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক, ঋণাত্মক বা শূন্য হতে পারে।

- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ধনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যার চেয়ে বেশি হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ঋনাত্মক হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের PI এর সংখ্যা (△ চিহ্নিত পর্যায়) সর্বনিম্ন (□ চিহ্নিত পর্যায়) পর্যায়ের PI এর সংখ্যার চেয়ে কম হয়।
- পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান শূন্য হবে:
  - যদি শিক্ষার্থীর অর্জিত সর্বোচ্চ পর্যায়ের (△ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা এবং সর্বনিম্ন পর্যায়ের (□ চিহ্নিত পর্যায়) PI এর সংখ্যা সমান হয়।
  - অথবা, যদি শিক্ষার্থী সংশ্লিষ্ট সবগুলো PI তে মধ্যবর্তী পর্যায় (○ চিহ্নিত পর্যায়) পেয়ে থাকে।

নিচের ছকে পারদর্শিতার সবগুলো স্তর নির্ধারণের শর্তগুলো দেয়া হলো:

পারদর্শিতার স্তর	পারদর্শিতার স্তর নির্ধারণের শর্ত
1. অনন্য (Upgrading)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = ১০০%
2. অর্জনমুখী (Achieving)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ৫০%
3. অগ্রগামী (Advancing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ২৫%
4. সক্রিয় (Activating)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ ০%
5. অনুসন্ধানী (Exploring)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -২৫%

6. বিকাশমান (Developing)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ≥ -৫০%
7. প্রারম্ভিক (Elementary)	পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান = -১০০%

তাহলে এই শর্ত অনুযায়ী উপরের উদাহরণে পারদর্শিতার স্তর নির্ণায়ক মান ৪০% হলে ওই শিক্ষার্থীর অবস্থান হবে 'অগ্রগামী (Advancing)'। রিপোর্ট কার্ড বা সনদে, 'আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়ীত্বশীল ব্যবহার'' পারদর্শিতার ক্ষেত্রের জন্য তার অবস্থান উল্লেখ করা হবে এভাবে:

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়ীত্বশীল ব্যবহার
সামাজিক রীতি-নীতি, ঝুঁকি ও নৈতিক দিক বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করছে

এখন নিচের ছকে দেখা যাক, ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে কোনটি ষষ্ঠ শ্রেণির কোন কোন একক যোগ্যতার সাথে সম্পৃক্ত, এবং এই এক বা একাধিক যোগ্যতার সাথে সংশ্লিষ্ট PI কোনগুলো।

ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	**ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ**	**সংশ্লিষ্ট PI সমূহ**
১। ডিজিটাল সাক্ষরতা	৬.১ কোন ধরনের তথ্য কেন প্রয়োজন তা বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা ও তথ্যের ব্যবহারে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা।	৬.১.১ শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত উৎস চিহ্নিত করে প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে
	৬.৪ নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে টার্গেট গ্রুপ বিবেচনায় নিয়ে কনটেন্ট তুলে ধরতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সৃজনশীল ব্যবহার করতে পারা।	৬.৪.১ টার্গেটগ্রুপ ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে কনটেন্ট ব্যবহার করতে পারবে
২। আইসিটি সক্ষমতা	৬.৫ ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা	৬.৫.১ জরুরি প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা প্রাপ্তির জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে ।

ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ
	গ্রহণের জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পারা।	
৩। ডিজিটাল সলিউশান উদ্ভাবন	৬.২ সরল অ্যালগরিদমের ধারাবাহিক ধাপসমূহ নির্ধারণ, শাখাবিন্যাস এবং পুনরাবৃত্তি ডিজাইন ও পরিমার্জন করতে পারা এবং তা অনুসরণ করে প্রোগ্রাম প্রস্তুত করতে পারা।	৬.২.১ পরিমার্জিন সরল অ্যালগরিদমের ভিত্তিতে প্রোগ্রাম ডিজাইন করতে পারবে
	৬.৩ ডিজিটাল সিস্টেমের উপাদানসমূহ পর্যবেক্ষণ করে কীভাবে নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে এবং তথ্য আদান-প্রদান করা হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা।	৬.৩.১ ডিজিটাল সিস্টেমে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কীভাবে তথ্য আদান প্রদান হয় তা চিহ্নিত করতে পারবে
৪। আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়ীত্বশীল ব্যবহার	৬.৬ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের ধারনা অনুধাবন করে তার উপর স্বত্বাধিকারীর অধিকার বিষয়ে সচেতন হওয়া	৬.৬.১ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সনাক্ত করে এর দায়িত্বশীল ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করবে
	৬.৭ ডিজিটাল প্লাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণ ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও ঝুঁকি মোকাবেলার দক্ষতা অর্জন করতে পারা	৬.৭.১ ডিজিটাল প্লাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানে সাধারণ ঝুঁকি মোকাবেলা করতে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে
	৬.৮ তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সামাজিক ও আইনগত দিক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত অবস্থান ও করণীয় নির্ধারণ করতে পারা	৬.৮.১ তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সামাজিক ও আইনগত দিক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত সীদ্ধান্ত নিতে পারবে
	৬.৯ ব্যক্তিগত যোগাযোগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উপযুক্ত সামাজিক রীতি-নীতি ও আচরণ করতে পারা।	৬.৯.১ ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে সামাজিক রীতিনীতি মেনে উপযুক্ত আচরণ করতে পারবে
	৬.১০ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতির বৈচিত্র্য নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে অনুসন্ধান করতে পারা	৬.১০.১ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনুসন্ধানের মাধ্যমে ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিন্নতা অনুযায়ী সমাজ ও সংস্কৃতির বৈচিত্র নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোন থেকে মূল্যায়ন করতে পারবে

ডিজিটাল প্রযুক্তি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্র	ষষ্ঠ শ্রেণির সংশ্লিষ্ট এককযোগ্যতাসমূহ	সংশ্লিষ্ট PI সমূহ

পারদর্শিতার সনদ বা রিপোর্ট কার্ডে প্রতিটি বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহ ও তাদের শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা, এবং তাতে শিক্ষার্থীর অবস্থান আলাদা আলাদা করে উল্লেখ করা থাকবে (পরিশিষ্ট ৬ দ্রষ্টব্য)।

আচরণিক নির্দেশকের জন্য চিহ্নিত ক্ষেত্রসমূহ

পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক নির্দেশকের জন্যেও নির্দিষ্ট কিছু **আচরনিক ক্ষেত্র** চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রতিটি ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট আচরণিক নির্দেশকসমূহে শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় সমন্বয় করে নির্দিষ্ট **আচরণিক ক্ষেত্রে** শিক্ষার্থীর ফলাফল নিরূপণ করা হবে। রিপোর্ট কার্ডে পারদর্শিতা ও আচরণিক ক্ষেত্র দুইই উল্লেখ করা থাকবে, যা দেখে শিক্ষার্থীর সার্বিক অবস্থার একটি চিত্র বোঝা যাবে।

শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর রিপোর্ট কার্ড প্রস্তুত করবেন, বিষয় শিক্ষক তার নির্দিষ্ট বিষয়ের পারদর্শিতার ক্ষেত্রসমূহে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করে বিষয়ভিত্তিক ফলাফল জমা দেবেন। আচরণিক ক্ষেত্রের জন্য শ্রেণি শিক্ষক/প্রতিষ্ঠান প্রধান/প্রতিষ্ঠান প্রধান কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক শিক্ষার্থীর চূড়ান্ত ফলাফল তৈরি করবেন।

রিপোর্ট কার্ডে উল্লেখিত আচরণিক ক্ষেত্রগুলো নিম্নরূপ:

১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ

২। নিষ্ঠা ও সততা

৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

ট্রান্সক্রিপ্টে উল্লেখিত ১০টি আচরণিক নির্দেশকের প্রত্যেকটি উপরের কোনো না কোনো ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট। PI এর ইনপুট হিসেব করে যেভাবে বিষয়ভিত্তিক পারদর্শিতার ক্ষেত্রে ফলাফল নিরূপণ করা হবে, একইভাবে BI এর ইনপুটের ভিত্তিতে উপরের ৩টি আচরনিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করতে হবে। সকল শ্রেণির জন্য একই আচরণিক ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। পারদর্শিতার ক্ষেত্রের মতই আচরণিক ক্ষেত্রের জন্যেও সংশ্লিষ্ট BI এ শিক্ষার্থীর অর্জিত পর্যায় একই সুত্র ব্যবহার করে হিসেব করে ৭ স্তর বিশিষ্ট স্কেলে শিক্ষার্থীর অবস্থান নিরূপণ করা হবে।

নিচের ছকে আচরণিক ক্ষেত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট BI সমূহ উল্লেখ করা হলো।

আচরণিক ক্ষেত্র	আচরণিক নির্দেশক বা BI
১। অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	১। দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে ২। নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে

	৯। দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে ১০। ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে
২। নিষ্ঠা ও সততা	৩। নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে ৪। শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে ৫। পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে ৬। দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে
৩। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা	৭। নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে ৮। অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে

* বিশেষভাবে উল্লেখ্য, আচরণিক নির্দেশকের ক্ষেত্রে কোনো শ্রেণিভিত্তিক বর্ণনা নির্দিষ্ট করা থাকবে না।

রিপোর্ট কার্ড প্রণয়নের এই পুরো প্রক্রিয়া আরো ভালভাবে স্পষ্ট করার জন্য একটি অনলাইন গাইডলাইন আপনাদের কাছে পৌঁছে দেয়া হবে। কোনো শিক্ষকের এই বিষয়ে আর কোনো অস্পষ্টতা থেকে থাকলে তা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে দূর হবে আশা করা যায়।

মূল্যায়ন অ্যাপ

মূল্যায়নের কাজ সহজ এবং দ্রুততম সময়ে করার জন্য একটি মূল্যায়ন অ্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে। এই অ্যাপ এর সাহায্যে আপনারা নির্ধারিত সময়ে PI এর ইনপুট দিতে পারবেন, এবং খুব সহজেই শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্ট ও রিপোর্ট কার্ড আউটপুট হিসেবে নিতে পারবেন। ম্যানুয়ালি যেভাবে আপনাদের PI এর অর্জিত পর্যায় হিসাব করে ফলাফল তৈরি করতে হয়, তা অনেকটাই সহজ হয়ে আসবে এই অ্যাপ ব্যবহারের মাধ্যমে।

অচিরেই মূল্যায়ন অ্যাপ এবং এর ব্যবহারের নীতিমালা আপনাদের কাছে পৌঁছে যাবে, সেখানে এই বিষয়ে আরো বিস্তারিত জানতে পারবেন।

পরিশিষ্ট ১

শিখনযোগ্যতাসমূহ মূল্যায়নের জন্য নির্ধারিত পারদর্শিতার নির্দেশক বা Performance Indicator (PI) এবং সংশ্লিষ্ট শিখন কার্যক্রম

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শীতার মাত্রা			সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম
			□	○	△	
কোন ধরনের তথ্য কেন প্রয়োজন তা বিবেচনায় নিয়ে প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির সাহায্যে তথ্য সংগ্রহ ও ব্যবহার করা ও তথ্যের ব্যবহারে দায়িত্বশীল আচরণ করতে পারা	৬.১.১	শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত উৎস চিহ্নিত করে প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে	শিক্ষার্থী প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে অন্তত একটি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে উপস্থাপন করেছে।	শিক্ষার্থী একাধিক উৎস থেকে প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী তার চারপাশে সহজলভ্য সবকয়টি উৎস থেকে প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে।	**কর্মদিবস ২: কাজ ১** জরুরি পরিস্থিতিতে কি কি সংকট তৈরি হতে পারে তার তালিকা এবং সংকট মোকাবেলার নির্ধারিত উপায়ের তালিকা
সরল অ্যালগোরিদমের ধারাবাহিক ধাপসমূহ নির্ধারণ, শাখাবিন্যাস এবং পুনরাবৃত্তি ডিজাইন ও পরিমার্জন করতে পারা এবং তা অনুসরণ করে প্রোগ্রাম প্রস্তুত করতে পারা	৬.২.১	পরিমার্জিন সরল অ্যালগরিদমের ভিত্তিতে প্রোগ্রাম ডিজাইন করতে পারবে	শিক্ষার্থী তার দৈনন্দিন জীবনের একটি সমস্যা সমাধান করার প্রক্রিয়ার ধাপগুলো চিহ্নিত করে অ্যালগরিদম ব্যবহার করে একটি সরল প্রবাহচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করেছে	শিক্ষার্থী একটি সরল প্রবাহচিত্র অনুসরণ করে ধাপে ধাপে একটি কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছে	শিক্ষার্থী একটি সমস্যা সমাধানের ধাপগুলোতে পুনরাবৃত্তি এবং পরিমার্জন পরিকল্পনা যোগ করে অ্যালগরিদমের মাধ্যমে প্রবাহচিত্রে প্রকাশ করেছে	**কর্মদিবস ২: কাজ ২** পরিস্থিতি মোকাবেলার পরিকল্পনাকে প্রাবাহচিত্র বা ফ্লোচার্টে একে প্রকাশ করবে। প্রবাহচিত্রে পুনরাবৃত্তি এবং পরিমার্জন ধাপ যুক্ত করবে

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শীতার মাত্রা			সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম
			□	○	△	
ডিজিটাল সিস্টেমের উপাদানসমূহ পর্যবেক্ষণ করে কীভাবে নেটওয়ার্ক গড়ে উঠে এবং তথ্য আদানপ্রদান করা হয় তা অনুসন্ধান করতে পারা।	৬.৩.১	ডিজিটাল সিস্টেমে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কীভাবে তথ্য আদান প্রদান হয় তা চিহ্নিত করতে পারবে	নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য আদানপ্রদানের পদ্ধতি পর্যবেক্ষন করে তা উপস্থাপন করতে পেরেছে।	পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী কেন তথ্য আদান প্রদানে ভিন্ন ধরণের নেটওয়ার্ক ব্যাবহার হয় তা সনাক্ত করতে পেরেছে।	সাধারন নেটওয়ার্কের তথ্য আদান প্রদান প্রক্রিয়াকে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের তথ্য আদান প্রদানের প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত করে প্রকাশ করতে পেরেছে ।	**কর্মদিবস ২: কাজ ৩** জরুরি পরিস্থিতি তৈরি হলে নিজেরা কীভাবে কানেক্টেড থাকবে তার পরিকল্পনা করবে এবং সেই পরিকল্পনায় নেটওয়ার্কের উপাদান যেমন সেন্ডার, রিসিভার, রাউটার, হাব ইত্যাদি কীভাবে তাদের পরিকল্পিত নেটওয়ার্কের সাথে সম্পর্কিত তা চিহ্নিত করবে
নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে টার্গেট গ্রুপ বিবেচনায় নিয়ে কনটেন্ট তুলে ধরতে ডিজিটাল প্রযুক্তির সৃজনশীল ব্যবহার করতে পারা	৬.৪.১	টার্গেটগ্রুপ ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে কনটেন্ট ব্যবহার করতে পারবে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে (বিদ্যালয় এবং পরিবারের সাথে সম্পর্কিত) বিভিন্ন ধরণের প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করতে পেরেছে।	শিখন পরিবেশের বাইরের (বিদ্যালয় ও পরিবারের বাইরে) প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করতে পেরেছে।	শিখন পরিবেশ বা শিখন পরিবেশের বাইরে যে কোন প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে যে উপযুক্ত ও কার্যকর ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করতে পেরেছে।	**কর্মদিবস ৩: কাজ -১** প্রেক্ষাপট ও লক্ষ্যদল বিবেচনা করে কনটেন্ট তৈরি করবে । কনটেন্ট হতে পারে কোন বার্তা, ছবি, কমিকস, অডিও, ভিডিও, ঘোষণা ইত্যাদি

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শীতার মাত্রা			সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম
			◻	○	△	
ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহনের জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পারা ।	৬.৫.১	জরুরি প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা প্রাপ্তির জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে ।	শিখন পরিবেশে পরিচিত প্রেক্ষাপটে জরুরী সেবার জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে পরিচিত প্রেক্ষাপটে নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের জন্য জরুরী সেবা গ্রহন করতে যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছে	যে কোন পরিস্থিতিতে, পরিস্থিতির বৈচিত্র বিবেচনায় কোন জরূরী মাধ্যমে ব্যবহার করা উচিৎ তা সনাক্ত করে নিজের, পরিবারের এবং সমাজের জন্য জরুরী সেবা গ্রহন করার দক্ষতা অর্জন করেছে	**কর্মদিবস ২: কাজ ৫** কোন কোন জরুরি পরিস্থিতিতে কোন কতৃপক্ষের সাথে কীভাবে যোগাযোগ করতে হবে তা চিহ্নিত করবে।
ডিজিটাল প্লাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণ ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও ঝুঁকি মোকাবেলার দক্ষতা অর্জন করতে পারা	৬.৭.১	ডিজিটাল প্লাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানে সাধারণ ঝুঁকি মোকাবেলা করতে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ঝুঁকি মোকাবেলায় সীমিত পরিসরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পেরেছে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পেরেছে	ভবিষ্যতের প্রেক্ষিত বিবেচনা করে, ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে কি কি ঝুঁকি হতে পারে তা বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ডিজিটাল ডিভাইসকে ঝুঁকি থেকে নিরাপদে রাখার দক্ষতা অর্জন করেছে	**কর্মদিবস ২: কাজ ৪** জরুরি পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে কি কি ধরণের সাইবার অপরাধ এবং তথ্যঝুঁকি হতে পারে তা চিহ্নিত করবে এবং করণীয় বর্ণনা করবে।
তথ্যপ্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সামাজিক ও আইনগত দিক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত অবস্থান ও করণীয় নির্ধারণ করতে পারা	৬.৮.১	তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘনের সামাজিক ও আইনগত দিক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত সীদ্ধান্ত নিতে পারবে	শিখন পরিবেশে কিছু নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন হলে কী করনীয় তা সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে	যে কোন পরিস্থিতিতে তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন হলে কী করনীয় তা সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে	ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে সামাজিক ও আইনিভাবে কি রক্ষাকবচ রয়েছে তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে	**কর্মদিবস ২: কাজ ৪** জরুরি পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে কি কি ধরণের তথ্যঝুঁকি হতে পারে তা চিহ্নিত করবে এবং করণীয় বর্ণনা করবে।

একক যোগ্যতা	পারদর্শিতা সূচক নং	পারদর্শিতার সূচক	পারদর্শীতার মাত্রা			সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম
			□	○	△	
ব্যক্তিগত যোগাযোগে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারে উপযুক্ত সামাজিক রীতি-নীতি ও আচরণ করতে পারা।	৬.৯.১	ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে সামাজিক রীতিনীতি মেনে উপযুক্ত আচরণ করতে পারবে	শিখন পরিবেশে ব্যক্তিগত যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেসকল সামাজিক আচরণ রয়েছে তার সাথে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগের আচরনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত আচরণ চর্চা করেছে	শিখন পরিবেশে বয়স ও সম্পর্ক ভেদে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে কী সামাজিক রীতিনীতি রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত আচরণ চর্চা করেছে	বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বয়স ও সম্পর্ক ভেদে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে কী সামাজিক রীতিনীতি রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত আচরণ চর্চা করেছে	**কর্মদিবস ৩: কাজ ২** শিক্ষার্থীদের নিজের দলের এবং অন্যদলের সদস্যদের সাথে আচরন, শিক্ষকের সাথে আচরন, বিদ্যালয়ের বাইরের কোন ব্যক্তি সেমিনার দেখতে আসলে তার সাথে শিক্ষার্থীর আচরন।

পরিশিষ্ট ২

শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়নে এই ছক অনুযায়ী প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অর্জিত পারদর্শিতার মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন		
প্রতিষ্ঠানের নাম :		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:
শ্রেণি :	বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি	
	প্রযোজ্য PI নং	

রোল নং	নাম	৬.১.১	৬.২.১	৬.৩.১	৬.৪.১	৬.৫.১	৬.৭.১	৬.৮.১	৬.৯.১
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি :		বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি							
		প্রযোজ্য PI নং							
রোল নং	নাম	৬.১.১	৬.২.১	৬.৩.১	৬.৪.১	৬.৫.১	৬.৭.১	৬.৮.১	৬.৯.১
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৩

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন শেষে শিক্ষার্থীর ট্রান্সক্রিপ্টের ফরম্যাট

প্রতিষ্ঠানের নাম			
শিক্ষার্থীর নাম			
শিক্ষার্থীর আইডি:	**শ্রেণি : ষষ্ঠ**	**বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি**	**শিক্ষকের নাম :**

পারদর্শিতার সূচকের মাত্রা

পারদর্শিতার সুচক	শিক্ষার্থীর পারদর্শিতার মাত্রা		
৬.১.১ শিক্ষার্থী তার প্রয়োজন অনুযায়ী উপযুক্ত উৎস চিহ্নিত করে প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে			
	শিক্ষার্থী প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে অন্তত একটি উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ করে উপস্থাপন করেছে।	শিক্ষার্থী একাধিক উৎস থেকে প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে।	শিক্ষার্থী তার চারপাশে সহজলভ্য সবকয়টি উৎস থেকে প্রযুক্তির সহায়তা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছে।
৬.২.১ পরিমার্জিত সরল অ্যালগরিদমের ভিত্তিতে প্রোগ্রাম ডিজাইন করতে পারবে			
	শিক্ষার্থী তার দৈনন্দিন জীবনের একটি সমস্যা সমাধান করার প্রক্রিয়ার ধাপগুলো চিহ্নিত করে অ্যালগরিদম ব্যবহার করে একটি সরল প্রবাহচিত্রের	শিক্ষার্থী একটি সরল প্রবাহচিত্র অনুসরণ করে ধাপে ধাপে একটি কাজ সম্পন্ন করতে পেরেছে	শিক্ষার্থী একটি সমস্যা সমাধানের ধাপগুলোতে পুনরাবৃত্তি এবং পরিমার্জন পরিকল্পনা যোগ করে অ্যালগরিদমের মাধ্যমে প্রবাহচিত্রে প্রকাশ করেছে
৬.৩.১ ডিজিটাল সিস্টেমে নেটওয়ার্কের মাধ্যমে কীভাবে তথ্য আদান প্রদান হয় তা চিহ্নিত করতে পারবে			
	নেটওয়ার্কের মাধ্যমে তথ্য আদানপ্রদানের পদ্ধতি পর্যবেক্ষন করে তা উপস্থাপন করতে পেরেছে।	পরিস্থিতির ভিন্নতা অনুযায়ী কেন তথ্য আদান প্রদানে ভিন্ন ধরণের নেটওয়ার্ক ব্যাবহার হয় তা সনাক্ত করতে পেরেছে।	সাধারন নেটওয়ার্কের তথ্য আদান প্রদান প্রক্রিয়াকে কম্পিউটার নেটওয়ার্কের তথ্য আদান প্রদানের প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত করে প্রকাশ করতে পেরেছে ।
৬.৪.১ টার্গেটগ্রুপ ও প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে কনটেন্ট ব্যবহার করতে পারবে			
	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে (বিদ্যালয় এবং পরিবারের সাথে সম্পর্কিত) বিভিন্ন ধরণের প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করতে পেরেছে।	শিখন পরিবেশের বাইরের (বিদ্যালয় ও পরিবারের বাইরে) প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করতে পেরেছে।	শিখন পরিবেশ বা শিখন পরিবেশের বাইরে যে কোন প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে যে উপযুক্ত ও কার্যকর ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করতে পেরেছে।
৬.৫.১ জরুরি প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা প্রাপ্তির জন্য যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবে।			
	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে (বিদ্যালয় এবং পরিবারের সাথে সম্পর্কিত) বিভিন্ন ধরণের প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করতে পেরেছে।	শিখন পরিবেশের বাইরের (বিদ্যালয় ও পরিবারের বাইরে) প্রেক্ষাপট চিহ্নিত করতে পেরেছে।	শিখন পরিবেশ বা শিখন পরিবেশের বাইরে যে কোন প্রেক্ষাপট বিবেচনা করে যে উপযুক্ত ও কার্যকর ডিজিটাল কনটেন্ট তৈরি করতে পেরেছে।

৬.৬.১ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সনাক্ত করে এর দায়িত্বশীল ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন করবে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে সহজলভ্য উৎস থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সনাক্ত করার প্রেক্ষিতে এর ব্যবহারবিধি চিহ্নিত করে সে অনুযায়ী দায়িত্বশীল ব্যবহার করতে পেরেছে।	বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদের স্বত্বাধিকারীকে সনাক্ত করে তার অনুমতি গ্রহণ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ওই সম্পদ দায়িত্বশীলভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে।	ব্যক্তিগত প্রয়োজনে সহজলভ্য সবকয়টি উৎস থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ সনাক্ত করে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে স্বত্বাধিকারির অনুমতি সাপেক্ষে বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ দায়িত্বশীল ভাবে ব্যবহার করতে পেরেছে ।
৬.৭.১ ডিজিটাল প্লাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানে সাধারণ ঝুঁকি মোকাবেলা করতে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ঝুঁকি মোকাবেলায় সীমিত পরিসরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পেরেছে	শিক্ষার্থী শিখন পরিবেশে ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে ঝুঁকি মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পেরেছে	ভবিষ্যতের প্রেক্ষিত বিবেচনা করে, ডিজিটাল মাধ্যমে তথ্য আদান প্রদানের ক্ষেত্রে কি কি ঝুঁকি হতে পারে তা বিবেচনায় নিয়ে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ডিজিটাল ডিভাইসকে ঝুঁকি থেকে নিরাপদে রাখার দক্ষতা অর্জন করেছে
৬.৮.১ ডিজিটাল প্লাটফর্মে তথ্য আদান প্রদানে সাধারণ ঝুঁকি মোকাবেলা করতে দক্ষতা অর্জন করতে পারবে	শিখন পরিবেশে কিছু নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন হলে কী করনীয় তা সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে	যে কোন পরিস্থিতিতে তথ্য প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা লঙ্ঘন হলে কী করনীয় তা সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে	ব্যক্তিগত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষার গুরুত্ব বিশ্লেষণ করে সামাজিক ও আইনিভাবে কি রক্ষাকবচ রয়েছে তার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত নিতে পেরেছে
৬.৯.১ ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে সামাজিক রীতিনীতি মেনে উপযুক্ত আচরণ করতে পারবে	শিখন পরিবেশে ব্যক্তিগত যোগাযোগের ক্ষেত্রে যেসকল সামাজিক আচরণ রয়েছে তার সাথে ডিজিটাল প্রযুক্তির মাধ্যমে যোগাযোগের আচরনের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত আচরণ চর্চা করেছে	শিখন পরিবেশে বয়স ও সম্পর্ক ভেদে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে কী সামাজিক রীতিনীতি রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত আচরণ চর্চা করেছে	বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বয়স ও সম্পর্ক ভেদে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে কী সামাজিক রীতিনীতি রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে উপযুক্ত আচরণ চর্চা করেছে
৬.১০.১ তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে অনুসন্ধানের মাধ্যমে ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিন্নতা অনুযায়ী সমাজ ও সংস্কৃতির বৈচিত্র নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোন থেকে মূল্যায়ন করতে পারবে	শিখন পরিবেশে ব্যক্তিগত আচরণ বিশ্লেষনের মাধ্যমে ব্যক্তি পর্যায়ে বৈচিত্রকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোন থেকে বিশ্লেষন করে ভৌগোলিক বৈচিত্রের সাথে এর সম্পর্ক তথ্য প্রযুক্তির	পারিপার্শ্বিক পরিবেশে তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন ভৌগলিক স্থানের মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করে এর ভিন্নতাকে অনুসন্ধান করে নিরপেক্ষভাবে	তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে দেশের বিভিন্ন ভৌগলিক স্থানের মানুষের আচরণ বিশ্লেষণ করে এর ভিন্নতাকে অনুসন্ধান করে নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে পেরেছে

	মাধ্যমে অনুসন্ধান করে নিরপেক্ষভাবে মূল্যায়ন করতে পেরেছে	মূল্যায়ন করতে পেরেছে	

পরিশিষ্ট ৪

আচরণিক নির্দেশক (Behavioural Indicator, BI)

আচরণিক সূচক	শিক্ষার্থীর অর্জনের মাত্রা		
	□	○	△
1. দলীয় কাজে সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে অংশ নিচ্ছে না, তবে নিজের মত করে কাজে অংশগ্রহণ করার চেষ্টা করছে	দলের কর্মপরিকল্পনায় বা সিদ্ধান্তগ্রহণে যথাযথভাবে অংশগ্রহণ না করলেও দলীয় নির্দেশনা অনুযায়ী নিজের দায়িত্বটুকু যথাযথভাবে পালন করছে	দলের সিদ্ধান্ত ও কর্মপরিকল্পনায় সক্রিয় অংশগ্রহণ করছে, সেই অনুযায়ী নিজের ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করছে
2. নিজের বক্তব্য ও মতামত দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের বক্তব্য শুনে গঠনমূলক আলোচনায় অংশ নিচ্ছে	দলের আলোচনায় একেবারেই মতামত দিচ্ছে না অথবা অন্যদের কোন সুযোগ না দিয়ে নিজের মত চাপিয়ে দিতে চাইছে	নিজের বক্তব্য বা মতামত কদাচিৎ প্রকাশ করলেও জোরালো যুক্তি দিতে পারছে না অথবা দলীয় আলোচনায় অন্যদের তুলনায় বেশি কথা বলছে	নিজের যৌক্তিক বক্তব্য ও মতামত স্পষ্টভাষায় দলের সবার সাথে শেয়ার করছে, এবং অন্যদের যুক্তিপূর্ণ মতামত মেনে নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা করছে
3. নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কিছু কিছু কাজের ধাপ অনুসরণ করছে কিন্তু ধাপগুলোর ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে পারছে না	পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া অনুযায়ী কাজের ধাপসমূহ অনুসরণ করছে কিন্তু যে নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে কাজটি পরিচালিত হচ্ছে তার সাথে অনুসৃত ধাপগুলোর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না	নির্দিষ্ট সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে পূর্বনির্ধারিত প্রক্রিয়া মেনে কাজের ধাপসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করছে, প্রয়োজনে প্রক্রিয়া পরিমার্জন করছে
4. শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো কদাচিৎ সম্পন্ন করছে তবে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করেনি	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো আংশিকভাবে সম্পন্ন করছে এবং কিছু ক্ষেত্রে বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে	শিখন অভিজ্ঞতাসমূহ চলাকালে পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করছে এবং বইয়ের নির্ধারিত স্থানে প্রয়োজনীয় ছক/অনুশীলনী পূরণ করছে
5. পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে	সঠিক পরিকল্পনার অভাবে সকল ক্ষেত্রেই কাজ সম্পন্ন করতে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে কিন্তু সঠিক পরিকল্পনার অভাবে কিছুক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের চেয়ে বেশি সময় লাগছে	পরিকল্পনা অনুযায়ী যথাসময়ে নির্ধারিত কাজ সম্পন্ন করছে
6. দলীয় ও একক কাজের বিভিন্ন ধাপে সততার পরিচয় দিচ্ছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে মনগড়া বা অপ্রাসঙ্গিক তথ্য দিচ্ছে এবং ব্যর্থতা লুকিয়ে রাখতে চাইছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনা, কাজের প্রক্রিয়া ও ফলাফল বর্ণনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিস্তারিত তথ্য দিচ্ছে তবে এই বর্ণনায় নিরপেক্ষতার অভাব রয়েছে	কাজের বিভিন্ন ধাপে, যেমন- তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও উপস্থাপন, কাজের প্রক্রিয়া বর্ণনায়, নিজের ও দলের ব্যর্থতা বা সীমাবদ্ধতা নিয়ে আলোচনায়, কাজের ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিচ্ছে
7. নিজের দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে সহযোগিতা করছে এবং দলে সমন্বয় সাধন করছে	এককভাবে নিজের উপর অর্পিত দায়িত্বটুকু পালন করতে চেষ্টা করছে তবে দলের অন্যদের সাথে সমন্বয় করছে না	দলে নিজ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি দলের মধ্যে যারা ঘনিষ্ঠ শুধু তাদেরকে সহযোগিতা করার চেষ্টা করছে	নিজের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের পাশাপাশি অন্যদের কাজে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করছে এবং দলীয় কাজে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করছে

8. অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের মতামতের গঠনমূলক সমালোচনা করছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে না এবং নিজের দৃষ্টিভঙ্গি চাপিয়ে দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যকে স্বীকার করছে এবং অন্যের যুক্তি ও মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে	অন্যদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা ও বৈচিত্র্যের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রেখে তাদের মতামতকে গুরুত্ব দিচ্ছে এবং গঠনমূলক আলোচনার মাধ্যমে নিজের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরছে
9. দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে গঠনমূলক ফিডব্যাক দিচ্ছে	প্রয়োজনে দলের অন্যদের কাজের ফিডব্যাক দিচ্ছে কিন্তু তা যৌক্তিক বা গঠনমূলক হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের গঠনমূলক ফিডব্যাক দেয়ার চেষ্টা করছে কিন্তু তা সবসময় বাস্তবসম্মত হচ্ছে না	দলের অন্যদের কাজের উপর ভিত্তি করে যৌক্তিক, গঠনমূলক ও বাস্তবসম্মত ফিডব্যাক দিচ্ছে
10. ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতার অভাব রয়েছে	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য আনার চেষ্টা করছে কিন্তু পরিমিতিবোধ ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে পারছে না	ব্যক্তিগত যোগাযোগ, উপস্থাপন, মডেল তৈরি, উপকরণ নির্বাচন ও ব্যবহার, ইত্যাদি ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ, বৈচিত্র্যময়তা ও নান্দনিকতা বজায় রেখে যৌক্তিক সিদ্ধান্ত নিচ্ছে

পরিশিষ্ট ৫

আচরণিক নির্দেশকে শিক্ষার্থীর উপাত্ত সংগ্রহের ছক

বছর জুড়ে পুরো শিখন কার্যক্রম চলাকালে শিক্ষার্থীদের আচরণ, দলীয় কাজে অংশগ্রহণ, আগ্রহ, সহযোগিতামূলক মনোভাব ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি শিক্ষার্থীর জন্য এই ছক অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত মাত্রা রেকর্ড করবেন। শিক্ষার্থীর সংখ্যা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সংখ্যক অনুলিপি মূল্যায়ন কার্যক্রম শুরু হওয়ার পূর্বেই তৈরি করে নিতে হবে।

বাৎসরিক সামষ্টিক মূল্যায়ন

প্রতিষ্ঠানের নাম :		শিক্ষকের নাম ও স্বাক্ষর : তারিখ:

শ্রেণি :	বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি

		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

শ্রেণি :					বিষয় : ডিজিটাল প্রযুক্তি						
		প্রযোজ্য BI নং									
রোল নং	নাম	১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△
		□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△	□○△

পরিশিষ্ট ৬

রিপোর্ট কার্ডের ফরম্যাট

নিপুণ্য

প্রতিষ্ঠানের নাম : .....

শিক্ষার্থীর নাম : ..... শিক্ষার্থীর আইডি : .....

শ্রেণি : ৬ষ্ঠ ..... শিক্ষাবর্ষ : .....

বিষয়সমূহ

- বাংলা
- ইংরেজি
- গণিত
- বিজ্ঞান
- ডিজিটাল প্রযুক্তি
- ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান
- জীবন ও জীবিকা
- ধর্ম শিক্ষা
- স্বাস্থ্য সুরক্ষা
- শিল্প ও সংস্কৃতি

বাংলা

যোগাযোগ						
পরিস্থিতি বিবেচনায় প্রমিত ভাষায় যোগাযোগ করেছে						

ভাষারীতি						
বিভিন্ন ধরনের লেখা পড়ে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি উপলব্ধি করেছে এবং নিজের বক্তব্য বোঝাতে বিভিন্ন অর্থবৈচিত্র্যমূলক বাক্য তৈরি করেছে						

প্রায়োগিক যোগাযোগ						
বিশ্লেষণাত্মক ভাষায় লিখতে পেরেছে						

সৃজনশীল ও মননশীল প্রকাশ						
সাহিত্যরস উপভোগ করে নিজের কল্পনা ও অনুভূতি সৃষ্টিশীল উপায়ে প্রকাশ করেছে						

মানবিক চিন্তন						
কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে নিজের মত দিয়েছে ও অন্যের মতের গঠনমূলক সমালোচনা করেছে						

English

Communication						
Communicates with relevance to a given context						

Linguistic norms						
Uses appropriate vocabulary and expressions as required in the context						

Democratic practice						
Values democratic atmosphere in communication and participates accordingly						

Creative expression						
Comprehends and relates to literary texts						

গণিত

গাণিতিক অনুসন্ধান						
সমস্যা সমাধানে বিভিন্ন গাণিতিক অনুসন্ধান প্রক্রিয়া যাচাই করেছে						

সংখ্যা ও পরিমাণ						
গাণিতিক সমস্যা সমাধানে যথাযথ ভাষা ও কৌশলের প্রয়োগ করেছে						

জ্যামিতিক আকৃতি						
নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতি চিনতে পেরেছে এবং সেগুলো পরিমাপ করতে পেরেছে						

গাণিতিক সম্পর্ক						
সমস্যা সমাধানে গাণিতিক যুক্তি ও সূত্র ব্যবহার করেছে						

সম্ভাব্যতা বিশ্লেষণ						
প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমস্যা সমাধানের সম্ভাবনা যাচাই করে দেখেছে						

বিজ্ঞান

বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান
বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে তথ্য প্রমাণ ও বস্তুনিষ্ঠতার উপর জোর দিয়েছে

বস্তুর গঠন ও আচরণ
পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর বাহ্যিক গঠন ও আচরণের সম্পর্ক অনুসন্ধান করেছে

বস্তু ও শক্তির মিথস্ক্রিয়া
বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনায় শক্তির স্থানান্তর অনুসন্ধান করেছে

স্থিতি ও পরিবর্তন
কোনো সিস্টেমে ঘটে চলা বিভিন্ন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে ভারসাম্যের সৃষ্টি হয় তা অনুসন্ধান করেছে

বিজ্ঞানলব্ধ সামাজিক মূল্যবোধ
মানুষ ও প্রকৃতির উপর প্রভাব বিবেচনায় নিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিবাচক প্রয়োগে সচেষ্ট হয়েছে

ডিজিটাল প্রযুক্তি

ডিজিটাল সাক্ষরতা
প্রযুক্তির সাহায্যে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ ও তথ্যের দায়িত্বশীল ব্যাবহার করতে পেরেছে

আইসিটি সক্ষমতা
ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহার করে জরুরি সেবা গ্রহণের জন্য যোগাযোগ করেছে

ডিজিটাল সলিউশন উদ্ভাবন
অ্যালগরিদম ব্যবহার করে প্রোগ্রাম তৈরি করেছে এবং বিভিন্ন ধরনের নেটওয়ার্কে তথ্য আদানপ্রদানের কৌশল ব্যাখ্যা করেছে

আইসিটির নিরাপদ, নৈতিক ও দায়িত্বশীল ব্যবহার
সামাজিক রীতি-নীতি, ঝুঁকি ও নৈতিক দিক বিবেচনা করে ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করছে

ইতিহাস ও সামাজিক বিজ্ঞান

আত্মপরিচয়
লিখিত ও অলিখিত উৎস থেকে তথ্য নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে নিজের আত্মপরিচয় ও ইতিহাস অন্বেষণ করেছে

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা
বিভিন্ন উৎস থেকে তথ্য নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সর্বস্তরের মানুষের অবদান অনুসন্ধান করেছে

প্রাকৃতিক ও সামাজিক কাঠামো
বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামো কীভাবে মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ধারণ করে তা অনুসন্ধান করেছে

সম্পদ ব্যবস্থাপনা
সময় ও অঞ্চলভেদে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কীভাবে গড়ে ওঠে তা অনুসন্ধান করেছে

পরিবর্তনশীলতায় ভূমিকা
সময় ও ভৌগোলিক অবস্থানের সাপেক্ষে সমাজের পরিবর্তন পর্যালোচনা করে নিজ প্রেক্ষাপটে দায়িত্বশীল আচরণ করেছে

জীবন ও জীবিকা

আত্মউন্নয়ন
নিজের পছন্দ ও সক্ষমতা বিবেচনায় জীবনের লক্ষ্য নির্ধারণ করে দায়িত্বশীল কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে পেরেছে

ক্যারিয়ার প্ল্যানিং
পেশার পরিবর্তন এবং তার সংগে নতুন নতুন দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা বুঝে তা অর্জনের জন্য নিজ প্রেক্ষাপটে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছে

পেশাগত দক্ষতা
নির্দিষ্ট পেশা সম্পর্কে মৌলিক ধারণা ও আগ্রহ প্রদর্শন করতে পেরেছে

ভবিষ্যৎ কর্মদক্ষতা
পেশায় ভবিষ্যৎ প্রযুক্তির প্রভাব জেনে অভিযোজনের প্রস্তুতি নিতে পারছে

ধর্ম শিক্ষা

ধর্মীয় জ্ঞান
ধর্মের মৌলিক বিষয়সমূহ জানতে আগ্রহ প্রদর্শন করেছে

ধর্মীয় বিধিবিধান
ধর্মের বিধি-বিধান উপলব্ধি করে চর্চার চেষ্টা করেছে

ধর্মীয় মূল্যবোধ
ধর্মীয় শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সকলের সংগে মিলেমিশে থেকেছে

স্বাস্থ্য সুরক্ষা

আত্মপরিচর্যা
শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন উপলব্ধি করে নিজের দৈনন্দিন যত্ন ও পরিচর্যায় উদ্যোগী হয়েছে

আবেগিক বুদ্ধিমত্তা
কাউকে কষ্ট না নিয়ে নিজের সামর্থ্য ও সক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করেছে

সামাজিক বুদ্ধিমত্তা
পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে পেরেছে

শিল্প ও সংস্কৃতি

পর্যবেক্ষণ ও রূপান্তর
প্রকৃতির রূপ ও ঘটনাপ্রবাহ নিজের মতো করে বিভিন্নভাবে প্রকাশের আগ্রহ প্রদর্শন করেছে

নান্দনিকতার বহুমাত্রিক প্রকাশ
শিল্পকলার বিভিন্ন ধারার পরিবেশনা উপভোগ করতে পারছে এবং সম্পৃক্ত হতে আগ্রহ প্রকাশ করছে

যাপিত জীবনে নান্দনিকতা
দৈনন্দিন কার্যক্রমে নান্দনিকতার প্রকাশ করছে

আচরণিক নির্দেশক

অংশগ্রহণ ও যোগাযোগ	নিষ্ঠা ও সততা	পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সহযোগিতা

মূল্যায়নের স্কেল

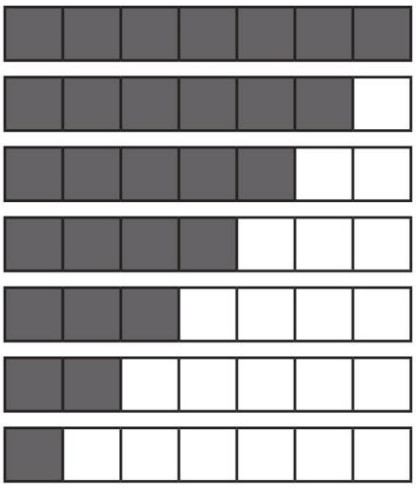

= অনন্য (Upgrading)

= অর্জনমুখী (Achieving)

= অগ্রগামী (Advancing)

= সক্রিয় (Activating)

= অনুসন্ধানী (Exploring)

= বিকাশমান (Developing)

= প্রারম্ভিক (Elementary)

উপস্থিতির হার : ..... %

শ্রেণি শিক্ষকের মন্তব্য :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

শিক্ষার্থীর মন্তব্য :

যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পেরেছি:

.....

.....

আরো উন্নতির জন্য যা যা করতে চাই:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

অভিভাবকের মন্তব্য :

আমার সন্তান যে কাজটি সবচেয়ে ভালোভাবে করতে পারে:

.....

.....

আমার সন্তানের উন্নয়নে আমি যা করতে পারি:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....	.....	.....
শ্রেণি শিক্ষকের স্বাক্ষর	প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর	অভিভাবকের স্বাক্ষর
তারিখ :	তারিখ :	তারিখ :

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ